www.AmarIslam.com

ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী
রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি

র|চি|ত

ফেরেস্তা সৃষ্টির ইতিবৃত্ত

অনুবাদ
আবু সাঈদ মুহাম্মদ ইউসুফ জিলানী

রেযা একাডেমী

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ফেরেস্তা সৃষ্টির ইতিবৃত্ত

মূল ঃ ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী (রঃ)
অনুবাদ ঃ আবু সাঈদ ইউসুফ জিলানী

রেযা একাডেমী

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ফেরেস্তা সৃষ্টির ইতিবৃত্ত

আল হেদায়াতুল মোবারাকা ফী তাখলীকে মালায়েকা
এর বাংলা রূপ

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসয়ালাঃ

কলিকাতা ধর্ম তলা হতে জনাব মির্যা গোলাম কাদের বেগ, ৭ই রজব, ১৩১১ হিজরী আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি তায়ালা আলায়হি সমীপে জানতে চান, ওলামায়ে দ্বীনের এ ব্যাপারে কী অভিমত যে, ফেরেস্তা কিভাবে সৃষ্টি হয় এবং মানুষের ন্যায় তাদেরও মৃত্যু হয় কিনা অথবা যে সময় সমস্ত মাখলুক ধ্বংস হয়ে যাবে, সেসময় তারা ধ্বংস হবে কিনা? বিস্তারিত জানিয়ে ধন্য করবেন।

উত্তরঃ

(১) বায়হাক্বী 'শোয়াবুল ঈমানে' হযরত জাবের (রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, হুযুর পুরনূর সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম এবং তাঁর সন্তানদের সৃষ্টি করেন, তখন ফেরেস্তারা নিবেদন করেন, হে আল্লাহ! আপনি তাঁদের সৃষ্টি করেছেন। (তারা) আহার করে, পান করে, স্ত্রী সহবাস করে এবং সওয়ার হয়। সুতরাং তাদের জন্য দুনিয়া আর আমাদের জন্য আখেরাত প্রদান করুন। (উত্তরে) আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

لا اجعل من خلقته بيدى ونفخت فيه من روحى كمن قلت له كن فكان-

অর্থাৎ আমি তাঁর মত (আর কাউকে সৃষ্টি) করবো না, যাকে নিজ কুদরতী হস্তে তৈরী করেছি এবং তাতে আমার রূহ ফুঁকেছি। তাকে যেভাবে আমি হতে বলেছি, সেভাবেই তৈরী হয়ে গেছে।

এ হাদীস থেকে বুঝা গেলো যে, ফেরেস্তা সৃষ্টি মানবের ন্যায় পর্যায়ক্রমে হয়নি যে, প্রথমে মাটির খমির অতঃপর আকৃতি, এরপর তাদের মধ্যে রূহ প্রদান করা হয়েছে। অথবা প্রথমে নুতফা (বীর্য) ছিলো, অতঃপর রক্তপিন্ড অতঃপর মাংসপিন্ড অতঃপর শরীরের অংশ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ, অতঃপর আকৃতি সৃষ্টি, এরপর রূহ প্রদান করা হয়েছে। বরং তাদের কুন (হয়ে যাও)

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শব্দ দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে।

(২) অন্যত্র হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

خلقت الملائكة من نور و خلق الجان من نار وخلق آدم مما وصف لكم

অর্থাৎঃ ফেরেস্তা নূর থেকে, জ্বিন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এবং আদম তা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে যা তোমাদের বলা হয়েছে। (অর্থাৎ কালো, সাদা এবং লাল মাটি থেকে)। যেমন ইবনে সা'দ হযরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সূত্রে রাসুলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে রেওয়ায়েত করেন। এটা বর্ণনা করেন ইমাম আহমদ এবং মুসলিম হযরত উম্মুল মোমেনীন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে।

(৩) আবদুর রয্যাক নিজের 'মুসান্নাফে' জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর সুত্রে বর্ণনা করেন, হুযুর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান-

ياجابر ان الله تعالى قد خلق قبل الاشياء نور نبيك من نوره (الى قوله)

فلما اراد الله ان يخلق الخلق قسم ذالك النور اربعة اجزا - فخلق من

الجزء الاول القلم ومن الثانى اللوح ومن الثالث العرش ثم قسم الرابع اربعة

اجزاء فخلق من الاول العرش ومن الثانى الكرسى ومن الثالث باقى

الملائكة -

অর্থাৎ হে জাবের! নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সব সৃষ্টির পূর্বে স্বীয় নূর থেকে তোমার নবীর নূর সৃজন করেন। অতঃপর যখন মাখলুক সৃষ্টির ইচ্ছে করেন, তখন এ নূরকে চার অংশে বিভক্ত করেন। প্রথম অংশ থেকে কলম, দ্বিতীয় অংশ থেকে লাওহ, তৃতীয় অংশ থেকে আরশ। অতঃপর চতুর্থ অংশকে চার ভাগে বিভক্ত করেন। প্রথম ভাগ থেকে আরশবাহী ফেরেস্তা। দ্বিতীয় অংশ দ্বারা কুরসী, তৃতীয় অংশ দ্বারা অবশিষ্ট ফেরেস্তা সৃষ্টি করেন।

(৪) আল্লামা ফাসী 'মোতালেয়ুল মুসাররাত' গ্রন্থে- دلائل المتقدم من نور ضيائك বাক্যের ব্যাখ্যায় বলেন-

قد قال الاشعرى انه تعالى نور ليس كا لانوار والروح النبوية المقدسة

لمعة من نوره والملائكة شرر تلك الانوار وقال صلى الله تعالى عليه

وسلم اول ما خلق الله نورى ومن نورى خلق كل شئ-

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ 'ইমাম আশ্‌য়ারী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা নূর কিন্তু অন্যান্য কোন নূরের ন্যায় নয়। আর রাসূলে সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র রুহ মোবারক তাঁর (আল্লাহ) নূরের একটি চমক (দীপ্তি)। আর ফেরেস্তা তাঁর (রাসূলের) নূরেরই স্ফুলিঙ্গ। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান-'সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আমার নূর থেকেই সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে'।

(৫) আবু শেখ ইকরামা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- خلقت الملائكته من نور العزة

(ফেরেস্তা সম্মানিত ও মহিমান্বিত নূর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে)

(৬) তিনিই ইয়াযীদ ইবনে রোমানের সুত্রে আরো বর্ণনা করেন, তাঁর কাছে সংবাদ এলো যে- ان الملائكة خلقت من روح الله

(আল্লাহ তায়ালার রুহ থেকে ফেরেস্তা সৃষ্টি করা হয়েছে।)

আমি বলছি, এ হাদীসের ব্যাখ্যা হলো, তাই যা আমীরুল মুমেনীন সৈয়দুনা হযরত আলী মুরাতাদা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, 'রুহ' হলো একজন (বৃহৎ সম্মানিত) ফেরেস্তা। যাঁর রয়েছে সত্তর হাজার মাথা। প্রত্যেক মাথায় সত্তর হাজার চেহারা, প্রত্যেক চেহারায় সত্তর হাজার মুখ, প্রত্যেক মুখে সত্তর হাজার জিহ্বা। আর প্রত্যেক জিহ্বায় রয়েছে সত্তর হাজার ভাষা।

يسبح الله تعالى بتلك اللغات كلها يخلق من كل تسبيحة ملك يطير مع الملائكة الى يوم القيامة -

অর্থাৎ তিনি ঐ সব ভাষায় আল্লাহ তায়ালার তাসবীহ পাঠ করেন। প্রত্যেক তাসবীহ থেকে একেকজন ফেরেস্তা সৃষ্টি হয়। যারা কিয়ামত পর্যন্ত ফেরেস্তাদের সাথে উড়তে থাকবে। এটা ইমাম বদরুদ্দীন মাহমুদ আইনী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু 'ওমদাতুল ক্বারী শরহে সহীহ বুখারীতে' 'কিতাবুত তাফসীর' অধ্যায়ে, আর ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু 'তাফসীরে কবীরে' বর্ণনা করেন।

সা'লাবী সৈয়দুনা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেন- 'রুহ একজন বৃহৎ ফেরেস্তা। যা আসমান, জমিন এবং পাহাড় সব থেকে বৃহত্তর। তাঁর স্থান চতুর্থ আসমানে।

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

يسبح كل يوم اثنى عشر الف تسبيحة يخلق من كل تسبيحة ملك-

অর্থাৎ তিনি প্রত্যেকদিন বার হাজার তাসবীহ পাঠ করে থাকেন। আর প্রত্যেক তাসবীহ থেকে একেকজন ফেরেস্তা সৃষ্টি হয়।

এ 'রুহ' নামক ফেরেস্তা কিয়ামত দিবসে একাই এক কাতার হবে (সুবহানাল্লাহ্) আর অন্য সকল ফেরেস্তার হবে একটি কাতার। ইমাম বাগভী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু 'মুয়ালেম' নামক গ্রন্থে আল্লাহ তায়ালার এ বাণী- يوم يقوم الروح والملائكة صفا -এর ব্যাখ্যায়, আর ইমাম আইনী 'ওমদাতুল ক্বারীতে' আল্লাহ তায়ালার বাণী- يسئلونك عن الروح এর ব্যাখ্যায় উক্ত বক্তব্য ব্যক্ত করেন।

(৭) বর্ণিত হয়েছে-

ان فى السماء الدنيا وهى من ماء ودخان ملائكة خلقوا من ماء وريح عليهم ملك يقال له الرعد وهو ملك موكل بالسحاب والمطر-

অর্থাৎ প্রথম আসমানে পানি এবং ধোঁয়া রয়েছে। ফেরেস্তা পানি ও বায়ু দ্বারা সৃষ্টি। তাদের পরিচালক 'রাদ' নামক একজন ফেরেস্তা। যিনি মেঘ, বৃষ্টি এবং বর্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত। ইমাম কুস্তলানী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু 'মাওয়াহেবে লাদুনিয়ায়' এটা উল্লেখ করেন।

(৮) সৈয়দী শেখ আকবর মুহিউল মিল্লাত ওয়াদ্দীন ইবনে আরবী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন- 'আল্লাহ তায়ালা নূরের একটি তাজাল্লী বর্ষণ করেন অতঃপর অন্ধকার সৃষ্টি করেন। অন্ধকারের উপর ঐ নূরের ফটো স্থাপন করেন। এ থেকে আরশ প্রকাশ পায়। অতঃপর এ মিলিত নূর থেকে যা ভোরের জ্যোতি ও আলোর ন্যায় ছিলো, যাতে রাত্রের অন্ধকার মিশ্রিত থাকে, ঐসব ফেরেস্তা সৃষ্টি করেন, যারা আরশের আশে পাশে রয়েছেন। অতঃপর কুরসী সৃষ্টি করেন। আর এতে এর স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য দ্বারা ফেরেস্তা সৃষ্টি করেন। এটা 'ফতুহাতে মক্কীয়ার' ত্রয়োদশ অধ্যায়ে উল্লেখ আছে। ইমাম শা'রাণী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুও 'আল ইয়াওয়াকীত ওয়াল জাওয়াহীর' গ্রন্থে এটা উল্লেখ করেছেন।

(৯) আবু শেখ আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর সুত্রে বর্ণনা করেন। রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান-

ان فى الجنة لنهرا ما يدخله جبرئيل دخلة فيخرج فينتفض الاخلق الله

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

من كل قطرة تقطر منه ملكا –

অর্থাৎ নিশ্চয়ই জান্নাতে একটি নহর আছে। যখন হযরত জিব্রাইল আলায়হিস সালাম এতে গিয়ে বাইরে এসে ডানা পরিস্কার করেন তখন তাঁর ডানা থেকে যতগুলো ফোটা ঝরে পড়ে আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক ফোটা থেকে একেকজন ফেরেস্তা সৃষ্টি করেন। অথচ হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম-এর ছয়শ' ডানা রয়েছে। যদি তিনি একটি ডানা বিছিয়ে দেয় তাহলে আসমানের উপরিভাগ ঢেকে যাবে।

(১০) ইবনে আবী হাতেম, আক্বীলী এবং ইবনে মারদুভিয়া হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সূত্রে রেওয়ায়েত করেন, রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান-

فى السماء الرابعة نهر يقال له الحيوان يدخله جبريل كل يوم فينغمس فيه الغماسة منه يخرج فينتفض انتفاضة فيخرج عنه سبعون الف قطرة يخلق الله من كل قطرة ملكا هم الذين يؤمرون ان ياتوا البيت المعمور فيصلوا فيفعلون ثم يخرجون فلايعودون اليه ابدا ويولى عليهم احدهم ثم يؤمران يقف بهم فى السماء موقفا يسبحون الله الى ان تقوم الساعة –

অর্থাৎ চতুর্থ আসমানে একটি নহর আছে যাকে 'হায়াতের নহর' বলা হয়। জিব্রাইল আলাইহিস্ সালাম এতে প্রত্যেক দিবসে একবার ডুব দিয়ে ডানা ঝাড়েন। যা থেকে সত্তর হাজার ফোঁটা ঝরে পড়ে। আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক ফোটা থেকে একেকটি ফেরেস্তা সৃষ্টি করেন। তারা আদিষ্ট হয় বায়তুল মামুরে গিয়ে নামায পড়তে। যখন নামায পড়ে বেরিয়ে আসে অতঃপর তাতে আর কখনো যায় না। তাতে একজনকে তাদের নেতা বানানোর নির্দেশ দেয়া হয় যেন আসমানে তাদেরকে নিয়ে একটি স্থানে দন্ডায়মান হয়। কিয়ামত অবধি তাঁরা আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করতে থাকবেন।

ইবনে মুনযিরও এ ধরণের বর্ণনা উল্লেখ করেন, কিন্তু তাতে নহরের উল্লেখ ছিলো না। তিনি বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে হযরত আবু হোরায়রার সূত্রে ব্যক্ত করেন। কিন্তু ইবনে হাজর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন এটা হাদীসে মাওকুফ-এর দ্বারা তিনি প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। সুতরাং বুঝা গেলো, হাদীসে মাওকুফ মারফুর ন্যায়।

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইমাম আহমদ রেযা বলেন-

فصح الحديث وسقط مانقل القاسى عن الولى العراقى ان لم يثبت فى ذالك شيئ فقد اثبت الحافظ وفوق كل ذى علم عليم -

অর্থাৎ হাদীসটি বিশুদ্ধ। আর আলফাসী ওলীয়ে ইরাকী থেকে যা বর্ণনা করেছেন তা অকেজো হয়ে গেছে, কেননা এর দ্বারা তিনি কিছুই প্রমাণ করতে পারেননি। অবশ্যই হাফেজ ইবনে হাজর এর দ্বারা প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বলাই বাহুল্য যে, প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরও জ্ঞানী রয়েছেন।

(১১) আতা, মোক্বাতিল এবং দোহাকের রেওয়ায়েতে বর্ণনায় আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে এভাবে এসেছে-

ان عن يمين العرش نهرا من نور مثل السموات السبع والارضين السبع والبحار السبع يدخل فيه جبريل عليه السلام كل سحرو ويغتسل فيه فيزداد نورا الى نوره وجمالا الى جماله ثم ينتفض فيخلق الله تعالى من كل نقطة تقع من ريشه كذا كذا الف ملك يدخل منهم البيت السبعون الفا ثم لايعودون اليه الى ان تقوم الساعة -

অর্থাৎ 'আরশের ডানদিকে নূরের একটি নহর রয়েছে। যেটা সপ্ত আসমান, সপ্ত জমীন ও সাত সমুদ্রের বরাবর। প্রত্যেক ভোরে হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম তথায় গোসল করেন। যদ্বারা তাঁর নূরের উপর নূর, সৌন্দর্যের উপর সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। অতঃপর ডানা ঝাড়েন। এ থেকে যে পানির ফোটা ঝরে পড়ে আল্লাহ তায়ালা তা থেকে শত সহস্র ফেরেস্তা সৃষ্টি করেন, যা থেকে সত্তর হাজার বায়তুল মামুরে যায় অতঃপর কিয়ামত পর্যন্ত সেখানে আর ফিরে যায় না।' ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু আল্লাহ তায়ালার বাণী- ويخلق مالاتعلمون -এর ব্যাখ্যায় এটা উল্লেখ করেন।

(১২) আবু নাঈম, খতীব, ইবনে আসাকির এবং বায়হাকী 'কিতাবুর রুইয়তে' আলী ইবনে ১ আবী আরতাতের উদ্ধৃতিক্রমে কতেক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন -

ان لله الملائكة ترعد فرائقهم من مخافته مامنهم من ملك يقطر من عينه دمعة الاوقعت ملكا قائما يسبح - الحديث -

১. ইমাম ইবনে হাজর কৃত: ফতোওয়ায়ে হাদীসিয়ায় আছে- 'আদ বিন আরতাত'।

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa (Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ 'আল্লাহ তায়ালার এমন কতেক ফেরেস্তা রয়েছে, যাদের সারা শরীর শিহরিয়ে উঠে আল্লাহ ভীতির দ্বারা। তম্মধ্যে ফেরেস্তাদের চক্ষু থেকে যে চোখের ফোটা পড়ে তা পড়তে পড়তেই ফেরেস্তা হয়ে যায়, যারা দাঁড়িয়ে আল্লাহ তায়ালার তাসবীহ পাঠ করেন।'।

(১৩) আবু শেখ কা'ব আহবার থেকে এ ধরণের বর্ণনা করেন-

لاتقطر عين ملك منهم الا كانت ملكا يطير من خشية الله

অর্থাৎ সে সব ফেরেস্তা যাদের চক্ষু থেকে যে ফোটা পড়ে, তা একটি ফেরেস্তা হয়ে আল্লাহ তায়ালার ভয়ে উড়ে যায়।

(১৪) ইবনে বাশকুয়াল হযরত আনাস থেকে বর্ণনাকারী, হুযুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান-

من صلى على تعظيما الحقى خلق الله عزوجل من ذالك القول ملكاله جناح بالمشرق وآخر بالمغرب يقول عزوجل له صل على عبدى كما صلى على نبى فهو يصلى عليه الى يوم القيامة

অর্থাৎ যে আমার উপর আমার হকের তাজিম ও সম্মানের উদ্দেশ্যে দরুদ প্রেরণ করে, আল্লাহ তায়ালা ঐ দরুদ থেকে একজন ফেরেস্তা সৃষ্টি করেন, যার একটি ডানা পূর্ব দিকে, আর একটি ডানা পশ্চিম দিকে বিস্তৃত। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে বলেন, দরুদ প্রেরণ করো আমার বান্দার উপর, যেভাবে সে আমার নবীর উপর দরুদ প্রেরণ করেছে। ঐ ফেরেস্তা কিয়ামত পর্যন্ত তার উপর দরুদ প্রেরণ করতে থাকবেন। এ রেওয়ায়েত ইবনে সাখা এবং ফাকেহানীও বর্ণনা করেন।

আমার সম্মানিত পিতা খাতেমুল মোহাক্কেকীন কুদ্দিসা সিররুহু স্বীয় বিখ্যাত 'আল কালামুল আওদাহ্ ফী তাফসীরে আলাম নাশ্‌রাহ' গ্রন্থে সৈয়দুনা হযরত ইমাম সাখাবী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণনা পূর্বক উল্লেখ করেন, হুযুর সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান- 'আল্লাহর একজন ফেরেস্তা রয়েছে যার একটি বাহু পূর্বপ্রান্তে, আরেকটি বাহু পশ্চিম প্রান্তে। যখন কোন ব্যক্তি আমার নিকট ভালোবাসা ও মহব্বতের সাথে দরুদ পাঠ করে ঐ ফেরেস্তা পানিতে ডুব দিয়ে স্বীয় ডানা ঝাড় দেয়। আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক পানির বিন্দু ও ফোটা থেকে যা তার ডানা থেকে ঝরে পড়ে, একেকজন ফেরেস্তা সৃষ্টি করেন, যারা কিয়ামত পর্যন্ত দরুদ প্রেরণকারীদের উপর ইস্তেগফার এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকেন। ঐ গ্রন্থের শেষ পর্যন্ত বর্ণনায় আরো সূক্ষ্ম বর্ণনা রয়েছে।

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

'মাওয়াহেব শরীফে' রয়েছে-

قدروى ان ثم ملائكة يسبحون فيخلق الله بكل تسبيحة ملكا -

অর্থাৎ কথিত আছে যে, ওখানে কতেক ফেরেস্তা রয়েছে, যারা আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করেন, আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক তাসবীহ থেকে একেকজন ফেরেস্তা সৃষ্টি করেন।

(১৫) সৈয়দী শেখ আকবর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু 'ফতুহাতে মক্কীয়ার' ২৯৭ তম পরিচ্ছেদে বলেন- 'সৎ বাক্য, উত্তম বক্তব্য এবং ভালো কর্ম ফেরেস্তা হয়ে আসমানের পানে সমুন্নত হয়।

(১৬) ইমাম আব্দুল ওয়াহাব শে'রানী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুও 'আল ইয়াওয়াকীত ওয়াল জাওয়াহীর' গ্রন্থের সপ্তদশ অধ্যায়ে বর্ণনা করেন। তাঁর মতে, আল্লাহ তায়ালার বাণী-

اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه -

অর্থাৎ তাঁর দিকে পৌছে পবিত্র কালাম আর যে সৎকর্ম রয়েছে তা তাকে উচ্চতর স্থানে অধিষ্ঠিত করে -এর মর্মার্থ এটাই।

(১৭) ইমাম কুরতুবী 'তাযকিরায়' ওলামা কিরাম থেকে বর্ণনাকারী। যে ব্যক্তি সুরা বাক্কারা ও আলে ইমরান পড়েন, আল্লাহ তায়ালা এর পুণ্য দ্বারা ফেরেস্তা সৃষ্টি করেন। যারা কিয়ামত দিবসে তার (বাক্কারা ও আলে ইমরান পাঠকারী) পক্ষ হয়ে ঝগড়া করবে। আলফাসী "মোতালেয়ুল মুসাররাতে" এটা বর্ণনা করেন। তাঁর মতে আহমদ ও মুসলিমের হাদীস-

اقرؤاالزهراوين البقرة وال عمران فانهما تاتيان يوم القيامة كانهما غمامتان

اوغايتان او كانهما فرقان من الطير صواف يحاجان عن اصحابهما -

অর্থাৎ সুরা বাকারা ও আলে ইমরান এ উজ্জ্বলতর ও নূরানী সুরাদ্বয় পাঠ করো। কেননা, এ সুরাদ্বয় কিয়ামত দিবসে এমন ভাবেই আসবে যে, যেন দু'খন্ড মেঘ অথবা উপর থেকে দু'টি ছায়া প্রদানকারী বস্তু কিংবা কাতারবন্দী পাখিদের দু'টি বৃহৎ দল যারা এ সুরাদ্বয় পাঠকারীদের পক্ষ হয়ে লড়বে'- একই মর্মার্থের।

(১৮) ইমাম আরেফ বিল্লাহ সৈয়দী আবদুল ওয়াহাব শে'রানী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু 'মীযানুশ্ শরীয়াতুল কুবরায়' বলেনঃ

اقوى الملائكة واشدهم حياء من مكان مخلوقامن انفاس النساء -

অর্থাৎ 'মানুষের শ্বাস থেকেও ফেরেস্তা সৃষ্টি হয়। আর তন্মধ্যে শক্তিশালী ও

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অধিক লজ্জাশীল হয় তাঁরাই, যাদেরকে মহিলাদের শ্বাস থেকে সৃষ্টি করা হয়।'

মহিলাদের শ্বাস থেকে ফেরেস্তা সৃষ্টি সম্পর্কিত বর্ণনা 'ফতুহাত শরীফে'ও রয়েছে। এ আঠারটি হাদীস ও বাণী যেগুলোতে ফেরেস্তা সৃষ্টির বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ফেরেস্তা দৈনিক সৃষ্টি হতেই আছে এবং এদের সৃষ্টির সিলসিলাহ্ জারী রয়েছে। দৈনিক কতই অগণিত ফেরেস্তা সৃষ্টি হয় সেগুলোর পরিসংখ্যান সম্পর্কে সৃষ্টিকর্তাই অধিক অবগত।

আমি বলছি-

اغرب القلشانی فزعم ان ملائکة الارض والجومرکبة من الطباع الاربع واشار ان لهم فی اجسامهم دما مسفوحا قال فی الیواقیت قال بعضهم ولعل مراده بهؤلاء الملائکة القاطنین من السماع والارض نوع من الجن سماهم ملائکة اصطلاحا له اهـ . قلت ومثله غرابا عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ان من الملائکة قربایتوالدون یقال لهم الجن ومنهم ابلیس کما نقله فی ارشاد الساری وانت تعلم ان عقیدة اهل السنة فی الملائکة تنزلهم عن الذکورة والانوثة فان اتوالد واحسن محامله هو مامرمن تسمیة بعض الجن ملکا . والله تعالی اعلم -

অর্থাৎ কুলসানী বর্ণনা করেন, জমিন এবং আসমানের ফেরেস্তা চারটি স্বভাব দ্বারা সংমিশ্রিত। তিনি ইঙ্গিত করেন, তাঁদের শরীরে প্রবাহিত রয়েছে রক্ত। তিনি 'ইওয়াক্বীত' গ্রন্থে বলেন, কতেক মোহাদ্দেসীনে কিরাম বর্ণনা করেন, 'সম্ভবত এর মর্মার্থ হলো, যারা আসমান ও জমিনের প্রতিদ্বন্দ্বী ফেরেস্তা। যারা জ্বিনের একটি শ্রেণী। পরিভাষায় যাদের আমরা বলি ফেরেস্তা'।

আমি (ইমাম আহমদ রেযা খান) বলছি, এরই অনুরূপ হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। (তারা) সন্তান জন্মদানের কাছাকাছি, তাদের বলা হয় জ্বিন। ইবলিসও এরই অন্তর্ভূক্ত যেমন 'ইরশাদুস সারীতে' বর্ণিত হয়েছে। আপনারা জেনেছেন যে, ফেরেস্তা সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বীদা হলো, তাঁরা পুরুষ মহিলা হওয়া থেকে পবিত্র। কেননা, তাঁদের জন্মদান, উত্তম গর্ভপাত, কতেক জ্বিন ফেরেস্তার নিদর্শন হওয়া সম্পর্কে বর্ণনা অতিবাহিত হয়েছে। আল্লাহই অধিক অভিজ্ঞ।

এখন অবশিষ্ট রইলো, তাঁদের মৃত্যু রহস্য এবং অবস্থা। ইমাম ওলীউদ্দীন ইরাকী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে 'আসয়ালায়ে মককীয়া' গ্রন্থে এ

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি জবাব দেন-

لم يثبت فى ذالك شئ ولايجوز الهجوم عليه بمجرد الاحتمال ولامجال للنظر فيه ولا دخل للقياس -

অর্থাৎ এ সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য জানা যায় নি। কেবল অনুমান ও সন্দেহের উপর ভিত্তি করে এ সম্পর্কে কিছু বলা যায় না। এখানে না দৃষ্টির কোন স্থান রয়েছে, আর না অনুমানের কোন দখল আছে। এটা বর্ণনা করেছেন আল্লামা ফাসী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু 'মোতালেয়ুল মুসাররাতে'।

বরং হযরত শেখ আকবর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুতো ফেরেস্তাদের রুহের ন্যায় স্বীকার করেন যে, 'এর কোন অস্তিত্ব ছিলো না, যখন হয়েছে তখন তা সর্বাবস্থায় থাকবেন। কেননা, রুহের কোন মৃত্যু আসে না'।
'ফতুহাত শরীফের' ৫১৮ তম পরিচ্ছেদে উল্লেখ আছে-

انه ليس للملائكة اخرة هو ذالك انهم لا يموتون فيبعثون وانما هوصعق افاقة كالنوم والافاقة منه عندنا ذالك حال لايزال عليه الممكن فى التجلى الاجمالى دنيا واخرة الخ

এ বর্ণনা 'আল- ইওয়াকীত ওয়াল জাওয়াহেরে' উল্লেখ আছে।
আমি বলছি, এ মাসয়ালা ফেরেস্তার নির্জনতা এবং শারিরীকতা উভয়ের উপর প্রযোজ্য হওয়াও সম্ভবপর। যা তাদের একাকী আত্মা স্বীকার করে যেমন হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম গাযযালী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু প্রমুখ এরই উপর ভিত্তি করে ফেরেস্তার মৃত্যু কখনও হয়না, শরীরের মৃত্যুই হয়ে থাকে অর্থাৎ রুহ বা আত্মা তার থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া ১ বলে অভিমত প্রকাশ করেন। আর ফেরেস্তাকে اجسام لطيفه (সূক্ষ্নতার শরীরও বলা হয়) যার সাথে পবিত্রাত্মাসমূহের সম্পর্ক রয়েছে যেমন জমহুর আহলে সুন্নাতের অভিমত। এ সম্পর্কে শত শত প্রমাণও রয়েছে। তাঁদের মতে, ফেরেস্তার সাথে মৃত্যুর কোন সম্পর্ক নেই, এটাই জাহেরী আয়াত দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়। হাদীসসমূহে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। সুতরাং এটাই বিশুদ্ধ এবং গ্রহণযোগ্য অভিমত। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- كل نفس ذائقة الموت অর্থাৎ প্রত্যেকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে। ২

---

١ - فى الفتاوى الحديثيه للامام ابن حجر فى مسئلة ان الموت وجودى اوعدمى . الموت مفارقة الروح الجسد اهـ وفى شرح الصدور للمولى السيوطى رحمه الله تعالى - قال العلماء . الموت ليس بعدم محض ولا فنا . صرف وانما انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقة وحيلولة بينهما وتبدل حال وانتقال من دارالى دار الخ - ١٢ منه رضى الله تعالى عنه - ا

২. পারা- ৪, রুকু-১, সূরা আলে ইমরান

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। যখন আল্লাহ তায়ালার বাণী- كل من عليها فان অর্থাৎ সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে ১ অবতীর্ণ হয় যে, যমিনে যেসব কিছু আছে সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। ফেরেস্তারা বলেন, জমিনের অধিবাসীরা মৃত্যুবরণ করবে অর্থাৎ আমরা (মৃত্যু থেকে) নিরাপদ। যখন এ আয়াত- كل نفس ذائقة الموت নাজিল হয়, তখন ফেরেস্তারা বলেন, এখন আমরাও মৃত্যুবরণ করবো। ইমাম রাযী এ বক্তব্য 'মাফাতিহুল গায়বে' উল্লেখ করেন।

ইবনে জরীর তাঁর থেকে বর্ণনা করেন-

وكل ملك الموت بقبض ارواح المؤمنين والملائكة

অর্থাৎ মালাকুল মওত (মৃত্যুর ফেরেস্তা) মুসলমান এবং ফেরেস্তাদের রুহ কবজ করার জন্য নির্ধারিত আছেন।

এ ছাড়াও ইবনে জরীর, আবু শেখ প্রমুখ একটি দীর্ঘ হাদীস হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসুলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান- اخرهم موتا ملك الموت অর্থাৎ ফেরেস্তাদের মধ্যে সর্বশেষে মালাকুল মওত (আযরাঈলের) মৃত্যু হবে।

বায়হাকী ও ফারইয়াবী হযরত আনাসের সূত্রে একটি হাদীসে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তাদের মৃত্যুর পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। হুযুরের ইরশাদ- 'যখন সব ফেরেস্তা ধ্বংস হয়ে যাবে, তখনও জি-ব্রাইল, মীকাঈল এবং আযরাইল (মৃত্যু ফেরেস্তা) অবশিষ্ট থেকে যাবে।' আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করবেন, হে মালাকুল মওত! এখন কে কে বেঁচে আছে। নিবেদন করবেন-

وبقى وجهك الباقى الدائم وعبدك جبرائيل و ميكائيل وملك الموت -

অর্থাৎ অবশিষ্ট রয়েছেন আপনার পবিত্র চেহারা মোবারক যা চিরঞ্জীব এবং আপনার বান্দা জিব্রাঈল, মীকাঈল এবং মালাকুল মওত। নির্দেশ হবে- تغرف نفس ميكائيل অর্থাৎ- মীকাঈলের রুহ কবজ করো, সে বৃহত্তর পাহাড়ের মত করবে অতঃপর বলবেন, 'এবং তিনিই অধিক অবিহিত'। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, এখন কে বাকী আছে? মালাকুল মওত আরয করবেন-

وجهك الباقى وعبدك جبرائيل وملك الموت

অর্থাৎ আপনার মোবারক চেহারা যা চিরস্থায়ী আর আপনার বান্দা জিব্রাঈল এবং

---

১. সুরা রাহমান ২৭ আয়াত ১ম রুকু।

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আযরাঈল। তিনি বলবেন- تغرف نفس جبرائيل (জিব্রাঈলের রুহ কবজ করো) তিনি স্বীয় ডানাসমূহ বিছিয়ে সিজদায় পড়ে যাবেন অতঃপর বলবেন- 'এবং তিনিই ভালো শুনেন'। এখন কে জীবিত আছে? নিবেদন করবেন- وجهك الكريم وعبدك ملك الموت وهو ميت (আপনার মোবারক চেহারা যা চিরজীবি, চিরস্থায়ী এবং আপনার বান্দা আযরাঈল। তিনিও মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবেন।) ইরশাদ হবে- مت (মরে যাও) তিনিও মৃত্যুবরণ করবেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা বলবেন, প্রারম্ভ আমি, আমি মাখলুক সৃষ্টি করেছি অতঃপর আমি পুনরায় তাদের জীবিত করবো। কোথায় দাম্ভিক রাজা বাদশাহ, যারা রাজত্বের দাবী করতো। জবাব দেওয়ার কেউ থাকবে না। তিনি নিজেই বলবেন- لله الواحد القهار (আজ সমস্ত বাদশাহী আল্লাহর জন্য।)

ফারইয়াবীর মতে- ان أخرهم موتا جبرائيل والله تعالى اعلم
অর্থাৎ ফেরেস্তাদের মধ্যে সর্বশেষে হযরত জিব্রাঈলের মৃত্যু ঘটবে। আল্লাহই অধিক অভিজ্ঞ।

অতঃপর আমি বলছি, এ হাদীস থেকে বুঝা গেলো যে, নৈকট্যবান ফেরেস্তারা কিয়ামত দিবসে বেঁচে থাকবেন। আর ৬ নং হাদীসে সৈয়দুনা হযরত মাওলা আলী মুরতাদা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু- এর বর্ণনায় অতিবাহিত হয়েছে যে, এ অসংখ্য ফেরেস্তা যেগুলো দৈনিক সৃষ্টি হচ্ছে তাঁরা কিয়ামত পর্যন্ত ফেরেস্তাদের সাথে উড়বে-চলাফেরা করবে। আর ১০ নং হাদীসে অতিবাহিত হয়েছে, 'ফেরেস্তা কিয়ামত পর্যন্ত দরুদ পাঠকারীদের উপর দরুদ প্রেরণ করেন'।

সাখাবীর বর্ণনায় অতিবাহিত হয়েছে যে, তাঁদের ডানার ফোটাসমূহ থেকে যেসব ফেরেস্তা সৃষ্টি হয়, কিয়ামত পর্যন্ত তাঁরা দরুদ পাঠকারীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। প্রত্যেক মুসলমানের সাথে যে কেরামান কাতেবীন (আমল নামা লেখক ফেরেস্তা) রয়েছে, তাদের সম্পর্কে হাদীসে এসেছে যে, তারা মুসলমানের মৃত্যুর পর আসমানের উপর যায় এবং সেখানে বসবাস করার অনুমতি প্রার্থনা করে। নির্দেশ হয়, আমার আসমান আমার ফেরেস্তাদের দ্বারা পরিপূর্ণ রয়েছে। তারা আমার তাসবীহ পাঠ করছে। এরপর থাকার আবেদন করলে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

ولكن قوما على قبر عبدى سبحانى وهللانى وكبرانى الى يوم القيامة

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

واكتباه لعبدى-

অর্থাৎ কিন্তু আমার বান্দার কবরে দাঁড়িয়ে কিয়ামত পর্যন্ত আমার তাসবীহ তাহলীল এবং তাকবীর পাঠ করো এবং এর সাওয়াব ও পূণ্য আমার বান্দার জন্য লিখতে থেকো। এটা আবু নাঈম হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সূত্রে, বায়হাকী 'বাস' গ্রন্থে এবং ইবনে আবীদ্দুনিয়া হযরত আনাস ইবনে মালেকের সূত্রে বর্ণনা করেন।

এভাবে আরো অনেক হাদীস রয়েছে যেগুলো দ্বারা ফেরেস্তাগণ কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকাই প্রমাণিত হয়। প্রকৃতপক্ষে কোন হাদীসে আসেনি যে, কোন ফেরেস্তার মৃত্যু হয়েছে, বরং উপরোক্ত বর্ণনা হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যদ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে كل نفس ذائقة الموت (প্রত্যেক আত্মা মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে) এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত ফেরেস্তাদের খবরই ছিলো না যে, তাদেরও মৃত্যু হবে। সুতরাং, প্রমাণিত ও সুস্পষ্ট বক্তব্য হলো, কিয়ামতের পূর্বে ফেরেস্তাদের মৃত্যু হবে না। বরং জুয়ায়বর স্বীয় তাফসীরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে রেওয়ায়েত করেন। তিনি মানুষ জ্বিন এবং জীব-জন্তুর মৃত্যু বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন-

والملائكة يموتون فى الصعقة الاولى وان ملك الموت يقبض ارواحهم ثم يموت

অর্থাৎ ফেরেস্তারা সে সময় মৃত্যুবরণ করবে যখন সিংগায় প্রথম ফুৎকার দেয়া হবে। মালাকুল মাওত তাদের রুহ কবজ করবেন অতঃপর তিনিও মৃত্যুবরণ করবেন।

এ হাদীসটি উদ্দেশ্য ও দাবীর সমর্থনে সুস্পষ্ট প্রমাণ হতে পারবে।

لولا ما فى جويبر من ضعف قوى ولا جويبر -

আল্লাহ তায়ালাই অধিক অভিজ্ঞ।

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সমাপ্তি সাধনঃ

প্রবন্ধটি শেষ করার পর ইমাম আল্লামা ইবনে হাজর মক্কী মালেকী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু- এর 'ফতোয়ায়ে হাদীসিয়ায়' ফেরেস্তা এবং 'হুরে ঈন' সম্পর্কে একটি ফতোয়া দৃষ্টিগোচর হয়েছে, তিনি (ইমাম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) এতে ফেরেস্তার মৃত্যু সম্পর্কে ইজমা (ঐকমত্য) বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি বলেন-

الملائكة فيموتون بالنصوص والاجماع ويتولى قبض ارواحهم ملك الموت ويموت ملك الملوت بلاملك الموت -

অর্থাৎ অবশিষ্ট আছে ফেরেস্তা। অতঃপর এরাও মৃত্যুবরণ করবে। একথা নস্ (স্পষ্ট বাণী) এবং ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। আর তাদের রুহ মালাকুল মাওত কবয করবে এবং মালাকুল মওতও মৃত্যুবরণ করবে।

তাঁর বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, ফেরেস্তার মৃত্যু সিংগা ফুঁকের মাধ্যমেই হবে, আরশবহনকারী ফেরেস্তা এবং চারজন নৈকট্যবান ফেরেস্তা ব্যতীত। কেননা, তাঁরা সবার পরেই ইনতেকাল করবেন। এর আরবী বক্তব্য নিম্নরূপঃ

حيث قال فى الفتوى المتعلقة بالملائكة بالنفخ فى الصور يموتون الا حملة العرش وجبرائيل واسرافيل وميكائيل وملك الموت ثم يموتون اثر ذالك -

আর ফেরেস্তা সৃষ্টি সম্পর্কে এটা স্পষ্ট করে বলেন যে, ফেরেস্তা একবারে সৃষ্টি হয়নি, বরং তাদের সৃষ্টি কয়েকবার হয়েছে।

حيث قال ظاهر السنة ان الملائكة لم يخلقوا دفعة واحدة -

অতঃপর হাদীস সমুহ, যাতে আমরা রয়েছি অর্থাৎ ফেরেস্তা সৃষ্টির মাসয়ালা যা আলোচ্য বিষয়, এ সম্পর্কে কেবল সাতটি বর্ণনা করেছি। যাতে পাঁচটিতো তাই ২, ২,৩,৯,১২ এবং ১৩-এ বর্ণিত হয়েছে। দু'টি তো তরতাজা যা ইমাম ইবনে হাজার মক্কী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ফয়েয এবং রুহানী দোয়ার বরকতে। এ আঠারটি হাদীসে এ দু'টি সহ যোগ করে বিশটি হিসেবে গণ্য করুন। আল্লাহরই জন্য সকল প্রশংসা।

(১৯) আবুশ শেখ ওহাব ইবনে মুনিববাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনাকারী-

قال ان الله نهرا فى الهوا - بسع الارضين كلها سبع مرات فينزل على ذلك النهر الملك من السما - فيسلؤه ويسد ما بين اطرافه ثم يغسل منه فاذا خرج

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

منه قطر منه قطرات من نور فيخلق الله من كل قطرة منها ملكا يسبح الله بجميع تسبيح الخلائق كلهم -

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার জন্য বাতাসে (শুণ্যে) একটি নহর রয়েছে। যাতে সপ্ত জমিন একত্রে সাতবার স্থান পূর্ণ করতে পারবে। এ নহরে আসমান থেকে একটি ফেরেস্তা অবতীর্ণ হয়। যিনি নিজ শরীর দ্বারা ঐ নহর পূর্ণ করে দেন এবং এর আশ-পাশ বন্ধ করে দেন। অতঃপর এতে গোসল করেন। যখন বাইরে আসেন তার থেকে নূরের ফোটা ছিটিয়ে পড়ে। আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক বিন্দু ও ফোঁটা থেকে একেকজন ফেরেস্তা সৃষ্টি করেন। যারা সকল মাখলুকের তাসবীহ দ্বারা তাসবীহ পাঠ করেন।

(২০) আলা ইবনে হারুনের বর্ণনায় আছে-

قال لجبرائيل كل يوم انغماس فى الكوثر ثم ينتفض فكل قطرة يخلق منها ملك -

অর্থাৎ হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম দৈনিক কাউছারে ডুব দিয়ে ডানা মেলে দেয় যার প্রত্যেক ফোটা ও বিন্দু থেকে একেকজন করে ফেরেস্তা সৃষ্টি হয়।

অতপর আল্লাহর প্রশংসায় আরেকটি হাদীস আমার স্মরণে এসেছে ।
ইবনে আবীদ্দুনিয়া এবং আবু শেখ 'কিতাবুস সাওয়াবে' হযরত ইমাম জাফর সাদিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-এর সূত্রে, তিনি তাঁর সম্মানিত পিতা থেকে আর তিনি তাঁর মহামান্য পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন। রাসূলে সৈয়দে আলম হুযুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

ما ادخل رجل عن مؤمن سرورا الاخلق الله عزوجل من ذلك السرور ملكا يعبد الله عزوجل ويوحده فاذا صار العبد فى قبره اتاه ذلك السرور -

অর্থাৎ যে কেউ কোন মুসলমানকে সন্তুষ্ট করবে আল্লাহ তায়ালা ঐ খুশী, সন্তুষ্টি এবং আনন্দ থেকে একজন ফেরেস্তা সৃষ্টি করেন। যিনি আল্লাহর ইবাদত, দাসত্ব এবং একত্বের স্বীকৃতি দিতে থাকবেন। যখন ঐ বান্দা কবরে যায়, এ ফেরেস্তা তার কাছে এসে বলেন, আমাকে কি চিনেন? আমি ঐ আনন্দ যা আপনি অমুক মুসলমানের হৃদয়ে প্রবেশ করে দিয়েছিলেন। আজ এ ভয়-ভীতি এবং নির্জনে আমি

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আপনাকে আপ্যায়ন করাবো, আপনাকে প্রশ্নের জবাব শিখিয়ে দেবো এবং ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত করবো, আর কিয়ামতের দিন আপনার সাথে থাকবো এবং আল্লাহ তায়ালার কাছে আপনার পক্ষে সুপারিশ করবো আর জান্নাতে আপনার স্থান আপনাকে দেখাবো।

মোট কথা; আরশ আজীমের বাদশাহ কতই মাহাত্ম্যপূর্ণ, কতই মহান ফেরেস্তা এবং পবিত্র রুহের প্রতিপালক, কতই সুন্দরতম সকল সৃষ্টি থেকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কে নির্বাচনকারী দয়াময় খোদা।

وصلے الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وكرم . والله سبحانه وتعالى اعلم وعلمه جل مجده اتم واحكم -

সমাপ্ত

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com